শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট(হাই স্কুল)

নিজে পড়ো। বিষয় - বাংলা।

শ্রেণি - সপ্তম।

- **পাঠ্যের নাম** - কুতুব মিনারের কথা।

- **রচয়িতা** - সৈয়দ মুজতবা আলি (বই থেকে লেখক পরিচিতি পাঠ্য)

- **উৎস** - চতুরঙ্গ গ্রন্থ - দিল্লির স্থাপত্য প্রবন্ধ।

- **শব্দছক**

শব্দ	অর্থ	পদ	ব্যাকরণগত পরিচয়
ইমারত	প্রাসাদ	বি	মহল(সমা)
কৌতূহল	জিজ্ঞাসা	বি	কৌতূহলী(বিণ)
দ্যুলোক	আকাশ	বি	গগন (সমা)
সামঞ্জস্য	সমতা	বি	ঔচিত্য(মমা)
দার্ঢ্য	দৃঢ়তা	বি	মজবুত(সমা)

নমুনা প্রশ্ন - উত্তর :-(২০ শব্দে)

১.১)কার নাম অনুসারে কুতুব মিনারের নামকরণ হয়?
উ:-)সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লি জয়ের স্মারক হিসেবে এক অপূর্ব সুন্দর মিনার তৈরী করেন।তাঁর নাম অনুসারে এর নাম হয় কুতুব মিনার

১.২) ইমারত গড়তে স্থপতির হাতে কী কী উপকরণ থাকে?
উ:-) ইমারত গড়তে স্থপতির হাতে গম্বুজ, থাম,আর্চ,
ছত্রি,মিনারেট,ছজ্জা,কার্নিশ, ব্র্যাকেট ইত্যাদি সরঞ্জাম থাকে।

১.৩) মিনারিকা কাকে বলে?

উ:-) মিনারের মতোই মোচা বা শঙ্খের আকারে ঊর্ধ্বমুখী চূড়া কিন্তু আকারে ছোট এমন স্তম্ভ কে মিনারিকা বলে।

২) **৬০ শব্দে প্রশ্ন - উত্তর :-**

২.১) বেগম রানি সিপ্রির মসজিদের মিনারিকার বিশেষত্ব কোথায়?

উ:-) বিশিষ্ট পন্ডিত ও সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবাআলী রচিত "কুতুব মিনারের কথা"(মূলগ্রন্থ চতুরঙ)প্রবন্ধে বেগম সিপ্রির মসজিদের অপূর্ব কারুকার্যের উল্লখ আছে।গুজরাতের রাজা আহমেদের বেগম সিপ্রির মসজিদে একটি অপূর্ব সুন্দর মিনারিকা আছে যার সঙ্গে কুতুব মিনারের কোনো মিল নেই বলে তার নিজস্ব মূল্য আছে।অনুকরণ না থাকায় সে নিজের মহিমায় উজ্জ্বল।গুজরাত ও রাজস্থানের মেয়েদের বিচিত্র আকারে ও বিচিত্র দর্শন অসংখ্য বলয়- কঙ্কন পরিহিত হাতের মতো এই মিনারিকা সেই কমনীয়তায় অনুপ্রাণিত। বেগম যেন তাঁর অনুপম হাতখখনি তুলে ভুবনেশ্বরের কপালে তিলক পরিয়ে দিচ্ছেন।এটাই এই মিনারের বৈশিষ্ট্য।

৩) **১৫০ শব্দে উত্তর : - ১+৩+৩**

"সে ও বিলক্ষণ জানতো কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কোনো স্থপতির কর্ম নয়'---
-কার কথা উল্লেখ করা হয়েছে?একমাত্র কে কীভাবে কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিতে চেয়েছিলেন?প্রসঙ্গত তাজমহলের স্থপতি কীভাবে কুতুবের প্রতি সম্মান জানিয়েছেন?

উ:-)"●প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত প্রবন্ধে (মূলগ্রন্থ -চতূরঙ্গ) ভারতে শাসনকারী ইংরেজ শক্তির কথা বলা হয়েছে।

●একমাত্র দূর্ধর্ষ বীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিতে চেয়েছিলেন। আলাউদ্দিন কুতুব মিনারের দ্বিগুণ ঘের দিয়ে কুতুবের দ্বিগুণ উচ্চতা বিশিষ্ট একটি মিনার তৈরি করতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু কিছুটা তৈরি হবার পর আলাউদ্দিন মারা যান।

● পৃথিবী বিখ্যাত স্থাপত্য তাজমহল শিল্পীর কল্পনা ও শিল্পনৈপুণ্যের মিশ্রণে গঠিত এক অত্যাশ্চর্য শিল্পকর্ম।তাজের মিনারিকা ভুবন

বিখ্যাত। কিন্তু এর শিল্পী অত্যন্ত সচেতন ভাবে এর মিনারিকাকে অলংকার বিহীন ভাবে তৈরি করেছেন -"তার চারখানা মিনারিকা-হস্তে 'নোয়াটুকুর' চিহ্ন নেই" কিন্তু বাকি অংশ কারুকর্মে অলংকৃত। এইভাবে কুতুবের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

নিজে করো : -

১) **অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : - (২০ শব্দ)**

১.১) বিজয় স্তম্ভ হিসেবে কুতুবের বিশেষত্ব কোথায়?

১.২) স্থাপত্য শিল্পে ফিরোজ শাহ তুঘলকের অনুরাগ কীভাবে প্রকাশ পেত?

১.৩) সৈয়দ মুজতবা আলীর কয়েকটি বিখ্যাত বইয়ের নাম লেখো।

২) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : - (৬০ শব্দ)**

২.১) কতুব মিনারের গঠনে হিন্দু - মুসলমান সংস্কৃতির মিলনের চিত্র কীভাবে দেখা যায়?

২.২) মিনারিকা কী? কীভাবে অন্যান্য স্থপতিরা কুতুবের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে?

২.৩) স্থাপত্য শিল্পে মিনারের বিশিষ্টতা কোথায়?

৩) রচনাধর্মী প্রশ্ন : -(১৫০ শব্দে)

"কুতুব মিনার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিনার" – কুতুব মিনারের গঠন কৌশল বর্ননা করে উদ্ধৃতির যথার্থতা বিচার করো।

বি.দ্র : - ছাত্র ছাত্রীদের কোনো সমস্যা হলে নির্দিষ্ট প্রশ্ন,নিজের নাম, শ্রেণি, ক্রমিকসংখ্যা, ফোন নম্বর মন্তব্য কোশে(comment Box)জানাও।
আমরা যোগাযোগ করে নেবো।

SRAI